বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْخُطْبَةُ الْجُمُعَةِ لِلْعُمَّالِ وَ الْمَسَاكِيْنِ

শ্রমজীবী মানুষ ও মিসকিনদের মূল্যায়ণ করে জুমআর খুতবা

সম্মানিত ইমাম ও খতিবদের উদ্দেশ্যে

মুহতারাম

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

সমাজের মানুষের সামনে বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে সামাজিক নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধান, সামাজিক অসঙ্গতি এবং ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে আপনারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। মূলত আপনারাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের দিক নির্দেশনাগুলো শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ সে ব্যাপারে তেমন বেশি কিছু জানে না। তাই অধিকারহারা, বঞ্চিত ও শোষিত মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় ও শ্রমের মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্যগুলো আপনাদের মসজিদের মুসল্লীদের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। নিচে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত ও রাসূল (সা.) এর কয়েকটি হাদিস আপনাদের উদ্দেশ্যে পেশ করা হলো। যা আলোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজ তোমার দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং সম্মানিত ইমাম ও খতিবদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। আমীন।

মা-আসসালাম

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

اَلْحَمْدُ اللهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ وَنُصَلِّيْ عَلٰى خَتَمَ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি যিনি আসমান ও উহার মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন। মহা বিশ্বের সবকিছুই তারই বিধান মেনে চলছে। তিনি যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারেন না।

আমরা সকল ঈমানদারগণ সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শেষ নবী।

সম্মানিত মুসলিম আনে কেরাম, সারা দুনিয়ায় শ্রমজীবী মানুষেরা কঠোর পরিশ্রম করে সকল মানুষের সেবা করছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা মূল্যায়ন পাচ্ছে না এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধীনস্থদের অধিকারের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আজকের খুতবায় কুরআন ও হাদিস থেকে আপনাদের অবগতির জন্য বিষয়টি আলোচনা করতে চাই।

মহান আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কে মানার অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ কুরআনে পাকে মানব জাতির বসবাস করার জন্য যত আইন-কানুন, বিধি-বিধান যা প্রয়োজন সবই দিয়েছেন, তার প্রতিটি বিধান বাস্তব জীবনে মেনে চলা। কুরআনের বিধান অমান্য করে আল্লাহকে মানার দাবি অর্থহীন।

মানব জাতিকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে সচল রাখার জন্য। এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য ও কুদরত। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন,

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○

আমরা পৃথিবীর জীবনে তাদের জীবন-যাপনের জন্য সামগ্রী বণ্টন করেছি। আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে প্রাধান্য দিয়েছি (কমবেশি বা ধনী-গরীব)। যেন এরা পরস্পর হতে কাজ নিতে পারে। তোমার প্রভুর রহমত সে সম্পদ হতে উত্তম, যা তারা (ধনীরা) জমা করে রেখেছে। (সুরা যুখরুফ : ৩২)

অর্থাৎ ধনী-গরীব আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। দুনিয়াতে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য, অন্যথায় পৃথিবীটা অচল হয়ে যেত। একই রকমের মানুষ সৃষ্টি হলে কেউ

কারো কাজ করতো না। নবী করিম (সা.) বলেছেন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত করছি যে গোলাম ও অধীনস্ত কাজের লোকদের সাথে ভাল আচরণ করবে, তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জানো না যে, তাদের একটি অন্তর আছে। তা কষ্ট পেলে ব্যথা পায় আর আরাম পেলে আনন্দিত হয়। তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা তাদেরকে হীন মনে কর এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর না। এ হচ্ছে জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা। জাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত, আল্লাহর সকল বান্দা যে এক, তারা তা ভুলে গিয়েছিল। সে সমাজের রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি, দলপতি, ধনী ব্যক্তিরা সকল মান মর্যাদার একক অধিকারী হয়ে বসেছিল। অথচ অধীনস্থরা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, ইনসাফের দাবি করার অধিকার রাখে (খুতবাতুল কাবা রাসূল সা.)। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সফলতার জন্য অসহায় শ্রমজীবী, দুর্বল লোকদের সংঘবদ্ধ করে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মু'মিনদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। আল-কুরআনের ঘোষণা,

طٰسٓمّٓ○ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ○ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ○ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ○ وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ○ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ○

ত্বো-সিন-মীম। এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তোমার নিকট মুসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি; মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী শাসক ছিল এবং তথাকার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে সে হীনবল (দুর্বল) করেছিল। তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদের হীনবল (দুর্বল) করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও উত্তরাধিকারী করতে এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট তারা আশঙ্কা করত। (সুরা আল কাসাস : ১-৬)

ফিরাউন সেই যুগের সবচেয়ে অত্যাচারী ছিল। সে বনি ইসরাইলদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করত। তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। তারা এতো অসহায় ছিল যে, ফিরাউন তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো; কিন্তু তার প্রতিবাদ করার অধিকারটুকু হারিয়েছিল। ফেরআউনকে দুর্বল ও ধ্বংস করার জন্য হযরত মুসা (আ.) কে নবী করে পাঠালেন এবং আল্লাহ বলে দিলেন, তোমার দেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত গোলাম ও শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ কর। আমি আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য

করব এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউনের মতো অত্যাচারী, স্বৈরচারী শাসককে উৎখাত করে দেবো। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর ইচ্ছা।

হযরত মুসা (আ.) কে নবী করে পাঠাবার পূর্বে শ্রমিক হিসেবে মরুভূমিতে হযরত শোয়াইব (আ.) এর ছাগল দশ বছর চড়িয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা আল কুরআনে উল্লেখ করেন,

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۭ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ○

শোয়েব (আ.) মুসাকে বলল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। (সুরা আল কাসাস : ২৭)

শ্রমজীবী মানুষের শ্রম দ্বারাই বিশ্ব সচল আছে। শ্রমজীবী মানুষ যদি কাজ বন্ধ করে দেয়, তাহলে সকল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, সকল পরিবহন বন্ধ হয়ে যাবে, সকল অফিস আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে দুনিয়া অচল হয়ে যাবে, সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। শ্রমের এত গুরুত্ব তা মুমিনদেরকে জ্ঞাত করাবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসা (আ.) এর দৃষ্টান্ত কুরআনে পাকে উল্লেখ করে মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, শ্রমজীবী মানুষেরা হলো সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, সক্ষম ও কৌশলী এবং এরাই হচ্ছে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মূল জনশক্তি। অলস, অকর্মণ্য লোক পৃথিবীতে কোনো অবদান রাখতে পারে না। হুজুর (সা.) এরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি ছাগল চড়াননি। তখন সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমিও এক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চড়াতাম। (বুখারি : ২২৬২)

নবীগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য কাজের বয়ান কুরআনে পাকে ও হাদীস শরীফে বিস্তারিত এসেছে। অথচ আজাকের যুগের মুসলমানদের নেতা, পীর আলেম ওয়ালামা কোন কাজ না করেই নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের অগ্রগামী মনে করে এবং যারা সমাজে শ্রমজীবী মানুষ ছোট নগণ্য কাজ করে, তাদেরকে হীন মনে করে। অথচ তারাই সমাজের মূল শক্তি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসহায় শ্রমজীবী ও গোলামদের অধিকার আদায় করার জন্য ঈমানদার লোকদের উপরে দায়িত্ব প্রদান করেছে। যেমন–

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

তোমাদের কী হলো যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য– যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ– যার অধিবাসী জালিম, তা হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট হতে কাউকেও আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হতে কাউকেও আমাদের সহায় করো।' (সুরা আন নিসা : ৭৫)

উল্লেখিত আয়াতে অসহায় অধীনস্থ শ্রমজীবী মানুষের সকল ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায় করে দেওয়া, তাদের দুঃখ-কষ্ট, পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টাকে মহান আল্লাহ জিহাদ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং এ দায়িত্ব মুমিনদেরকেই পালন করার তাগিদ করেছেন।

অথচ আজাকের যুগে শ্রমজীবী মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেও পরিধানের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করতে পারছে না, রোগের চিকিৎসা পাচ্ছে না, থাকার জন্য বাসস্থান পাচ্ছে না, পরিবার পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে জীবন-যাপন করছে, কঠোর পরিশ্রম করেও উপযুক্ত মজুরী যথা সময়ে পাচ্ছে না। অথচ তাদের পরিশ্রমের ফলে মালিকেরা একটি কারখানার পরিবর্তে দশটি কারখানা গড়ে তুলছে, এমনকি বিদেশেও মিল-কারখানা গড়ে তুলছে এবং বিলাসবহুল জীবন-যাপন করছে। এটা খুবই অন্যায়, বে-ইনসাফি, জুলুম। মহান আল্লাহ এ সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুমিনদেরকে আন্দোলন ও জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল অধীনস্থ লোকদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার আদায়ের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন–

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদেরকে তোমাদের অধীনে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে এবং তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করতে দেবে। তোমরা তাদেরকে এমন কাজ দেবে না যাতে তারা কষ্ট পায়। অর্থাৎ তাদেরকে কোনো কঠিন কাজ দেবে না। যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ দাও, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবে। (বুখারি : ৩০; মুসলিম : ৩৮; তিরমিযি : ১৯৪৫)

নবী করিম (সা.) এরশাদ করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ۔

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা সাহায্য কর সে জালিম হোক অথবা মজলুম। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলে মাজলুমকে সাহায্য করার কথা বুঝলাম; কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করবো? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তাকে তার অন্যায় কাজে বাধা দিবে। (বুখারি : ২৪৪৪)

বিশ্বে গরীবদের উপরে ধনীদের অত্যাচার, প্রজাদের উপরে শাসকদের অত্যাচার, শ্রমিকদের উপরে মালিকদের অত্যাচার লেগেই আছে। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নাই, পরকালের জবাবদিহিতা নেই তাই অধীনস্থদের ব্যাপারে ভাল আচরণ করা, মধুর আচরণ করা, তাদেরকে মায়া করা, তাদের উপর জুলুম না করা, এগুলো তারা কোনো দায়িত্বই বোধ করে না।

মুসলমানদের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দায়িত্ব জাগ্রত করতে হবে। দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করার জন্য এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الإيمان)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনে, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়। (মিশকাত: ৪৯৯১)

মালিকদের সর্বনিকটতম প্রতিবেশী হল শ্রমজীবী মানুষ। তাদের সাথেই সারাদিন মালিকের উন্নয়ন, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সর্বদা কাজ করেন। অথচ প্রতিটি শ্রমিকই অসহায় অবস্থায় থাকে। তাদের কল্যাণের খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাদের সাহায্য করা মালিকের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করে ঈমানের দাবি বৃথা।

নফল ইবাদতের মধ্যে মানব সেবা সর্বোত্তম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

নামায পড়া শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরো, আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা জুমুআহ : ১০)

নামায পড়া যেমনি ফরয, হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করাও তেমনি ফরজ। বিশেষ করে হালাল রুজি উপার্জন করে খেতে না পারলে তার কোনো ইবাদতই আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। তাই সকল ফরজ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হালাল উপার্জনের অধীন। যারা কঠিন পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন খেয়ে মসজিদে নামায পড়তে যায়, ইবাদত বন্দেগী করে, তারাই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, আল্লাহর ওয়ালী। অথচ আমাদের সমাজে তাদেরকে গুরুত্বই প্রদান করা হচ্ছে না।

নবী করিম (সা.) এরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوا يُثْنُونَ عَلَى صَاحِبٍ لَهُمْ خَيْرًا، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ فُلَانٍ قَطُّ، مَا كَانَ فِي مَسِيرٍ إِلَّا كَانَ فِي قِرَاءَةٍ، وَلَا كَانَ فِي مَنْزِلٍ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ، قَالَ: فَمَنْ كَانَ يَكْفِيهِ صَنْعَتَهُ؟ حَتَّى ذَكَرَ: وَمَنْ كَانَ يَعْلِفُ جَمَلَهُ أَوْ دَابَّتَهُ؟ قَالُوا: نَحْنُ، قَالَ: فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ

হযরত কালাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা.) এর কয়েকজন সাথী সম্পর্কে প্রশংসা করতে ছিলেন যে, অমুক ব্যক্তির মত নেক লোক কখনও দেখেনি। সে সফরের মধ্যে চলার পথে সর্বদা তেলাওয়াত করেছেন, যেখানেই নেমেছেন, সেখানেই নামায আদায় করেছেন। নবী করিম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কে করেছে এবং এমনকি তিনি উল্লেখ করলেন যে কে তার উট ও পশুকে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং তারা জবাব দিলেন আমরা অর্থাৎ আমরাই তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দিয়েছি, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা সকলেই তার চেয়ে উত্তম। (মারাসিলে আবু দাউদ : ৩০৬)

শ্রমজীবী মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, একব্যক্তি রাসূল (সা.) কে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি চাকর বাকরকে কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ থাকলেন। এরপর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলেন, তিনি এবার চুপ থাকলেন। এভাবে যখন তৃতীয় বার প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি জবাবে বললেন দৈনিক সত্তর বার ক্ষমা করবে। (আবু দাউদ : ৫১৬৪)

যারা কাজ করে তাদের ভুল হয় বেশি। তাই আল্লাহ অধীনস্থদেরকে সত্তর বার ভুল করার পরও ক্ষমা করে দিতে বলেছেন।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য মহাবিজয়ের শুভসংবাদ

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ

يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا. يَا عَائِشَةُ لاَ تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ۔

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ আমাকে মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ এবং মিসকিন অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিও। আর আমি মিসকিন দলের সাথে কেয়ামতের মাঠে থাকতে চাই। এ কথা শুনে মা আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বললেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই মিসকিনরা ধনীদের ৪০ খারীফ (দীর্ঘ সময়) পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়শা! তুমি মিসকিনদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে না এবং খেজুরে অংশ হলেও তাকে সাহায্য করবে। হে আয়শা! তুমি মিসকিনদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার নিকটে রাখবে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন তোমাকেও নিকটবর্তী করে রাখবেন। (তিরমিযি, বাবু মা জাআ আন ফুকারাউ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ۔

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে তিরমিযি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭৭)

হুজুর (সা.) উক্ত হাদীসে অসহায়, দরিদ্র, মিসকিন লোকদের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেন তারাও তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে রাসূল (সা.) এর আদর্শ ও আমল অনুসরণ করে জান্নাত লাভ করতে পারেন।

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شعب الْإِيمَان

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন তিনি বলতে থাকেন, নামাযের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকবে (কখনো যেন নামায তরক না কর) এবং অধীনস্থ দাস-দাসী ও কাজের লোকদের প্রতি যত্নবান হবে। তাদের কোনো অধিকারই যেন অনাদায় না থাকে। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং আপন ভাইয়ের মত আচরণ করবে।

বিশ্বনবী (সা.) মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারেননি অধীনস্থ গোলাম ও কাজের লোকদেরকে। তাই আমরাও যেন তাদেরকে কোন সময়ই উত্তম ব্যবহার করতে, তাদের হক আদায় করতে না ভুলি।

بَرَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَ الْفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ○